চিঠিপত্র

মল্লিকা শেরাওয়াত

সলিল চৌধুরী

সলিল চৌধুরী: কিছু বক্তব্য

১২ জানুয়ারি প্রকাশিত আনন্দলোক-এ 'নানান মতে নানান দলে দলাদলি'-শীর্ষক লেখাটির কিছু বক্তব্যের প্রতিবাদ না করলে সত্য উদ্ঘাটন হবে না। 'সলিল চৌধুরীর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে' সেই উদ্দেশ্যে তাঁর অজ্ঞাতপ্রায় গান ও সাহিত্যকর্ম সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়নি। সলিল চৌধুরী আমাদের জাতীয় সম্পদ। গৌতম চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় হবার অনেক আগে থেকেই সলিল চৌধুরীর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবন নিয়ে গবেষণার কাজ শুরু করা হয়। সলিল চৌধুরীর বড়ভাই সুনীল চৌধুরী ও ভগ্নিপতি রঘু চক্রবর্তীর সঙ্গে ১৯৯৩ সালে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই এই কাজের শুরু। প্রবীণরা, যাঁরা জীবিত, সবাই এ বিষয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী। 'মিলেমিশে' পত্রিকায় প্রকাশিত সব তথ্য ও সলিল চৌধুরী সংগৃহীত গানগুলির সত্যতা যাচাই করা এখনও সম্ভব। বিভিন্ন আন্দোলনে সলিল চৌধুরীর যে-গণসংগীতগুলি গাওয়া হয়েছিল ও আলোড়ন জাগিয়েছিল, সেগুলি 'ফেলে দেওয়া বাতিল গান নয়'।

জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রণবীর নিয়োগীর হাতে সবিতা চৌধুরী ও অন্তরা চৌধুরীকে গাইবার জন্যে কনট্র্যাক্ট ফর্ম পাঠিয়েছিলাম। তাঁদের একসঙ্গে বসে গানগুলো শুনতে আহ্বান করেছিলাম। তাঁরা গানগুলো চেয়েছিলেন, আলোচনার মাধ্যমে বসতে চাননি।

জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় সলিল চৌধুরীকে নিয়ে তথ্যচিত্র করার সময় তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলাম। খালেদ চৌধুরীর আঁকা তরুণ সলিল চৌধুরীর ছবিও দিয়েছিলাম। গানের বিষয়ে তিনি কোনও তথ্য চাননি। সলিল চৌধুরী বেঁচে থাকার সময় যাঁরা তাঁর কাছে ছিলেন, যেমন সবিতা চৌধুরী নিজে, তাঁদেরই তো গবেষণা করার সুযোগ ছিল সবচেয়ে বেশি। 'উথলে ওঠা ভালবাসা' প্রকাশ করা আর দেশের এক শ্রেষ্ঠ সন্তানকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করা এক কথা নয়।

সমীরকুমার গুপ্ত, ভি আই পি রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪।

শ্রেষ্ঠ চিঠি

শরীরই সব নয়

১২ জানুয়ারি প্রকাশিত আনন্দলোক-এ 'মল্লিকার মতি'-শীর্ষক লেখাটি পড়ে বিস্মিত হলাম। মল্লিকা বলেছেন, "ফিল্মি দুনিয়ায় ঢুকতে গেলে এক্সপোজারটা বেশ জরুরি! কারণ সেক্স আর গ্ল্যামার সব সময়ই বিক্রি হয়।" জানি না এ ধরনের সিদ্ধান্ত তিনি কীভাবে নিলেন! পূর্বে ওয়াহিদা, বৈজয়ন্তীমালা, নার্গিস, সাধনা, হেমা, আশা প্রমুখ ছবিতে এসেছেন। কই, তাঁদের তো ফিল্মি দুনিয়ায় ঢুকতে এক্সপোজার দরকার হয়নি! নিজেদের সম্ভ্রম বজায় রেখে তাঁরা ছবিতে অভিনয় করে আজও বিখ্যাত এবং চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। নিজেদের এক্সপোজ করে হয়তো দু'টি বা একটি ছবিতে সফল হওয়া যায়, কিন্তু টিকে থাকা যায় না। তার জন্য চাই অভিনয়ের যথার্থ 'এক্সপোজার'। আর, এই 'এক্সপোজার' বা অভিনয় দক্ষতা দিয়েই তাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকেন। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, শরীর দেখিয়ে বেশি দিন কোনও নায়িকাই টিকে থাকতে পারেননি। পূর্বে কিমি কাতকর প্রমুখরাই তার প্রমাণ। অথচ ভাগ্যশ্রী শরীর আবৃত রেখে 'ম্যায় নে প্যার কিয়া'-তে অভিনয় করেই আজও দর্শক মনে অধিষ্ঠিত। আসল কথা হল, অভিনয়দক্ষতা! যার দ্বারা শিল্পী দর্শকমনে চিরদিন স্থায়ী হয়ে থাকেন। এটাই সত্য। শুধু শরীর দেখিয়ে বাজি মাত করা যায় না।

বিদ্যুৎকুমার ঘোষ, মামুদপুর, হুগলি।

কঙ্গনা রনওয়াত

ঠিক নয়

১২ জানুয়ারি প্রকাশিত আনন্দলোক-এ 'প্রেমিক যখন ডিজাইনার'-শীর্ষক লেখাটি পড়েই এই চিঠি। লেখাটিতে আমার এবং কঙ্গনার সম্পর্ক নিয়ে যে-রোম্যান্সের কথা বলা হয়েছে, তা আদৌ ঠিক নয়। কঙ্গনা আমার বন্ধু। পেশা এবং পারস্পরিক স্বার্থের খাতিরে আমাদের দু'জনকে মাঝেমাঝে একসঙ্গে দেখাটাই তো স্বাভাবিক! চরিত্রের প্রয়োজনেই আমার কথা কঙ্গনা মধুর ভান্ডরকরকে বলেছিলেন। এবং, ওঁরা আমার আগের কাজের নমুনা দেখার পরই ওঁদের ছবিতে আমাকে দিয়ে কাজ করানোর সিদ্ধান্ত নেন। তা ছাড়া, আমার এই দু'বছরের কেরিয়ারে বলিউডের প্রথম সারির কয়েকটি ব্যানারের ছবিতেও কাজ করেছি। সে ক্ষেত্রে আমাকে নতুন বলাটা ঠিক নয়। প্রতিবেদক আমার নাম প্রথম শুনছেন! হতেই পারে। কারণ, আমি নিজেকে একটু আড়ালে রাখতেই পছন্দ করি। তবে, এটা শুনে হয়তো খুশি হবেন, বিজ্ঞাপনী ছবির ক্ষেত্রে আমিই এখন সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া ফ্যাশন ডিজাইনার!

অনির্বাণ (রিক) রায়, মুম্বই।